বিষয়বস্তুঃ জীবনসফর ও তাকওয়া

সফর মাসের দ্বিতীয় জুমুআর বয়ান

(১৪ই সফর ১৪৪৫ হিজরী, ১ লা সেপ্টেম্বর ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১১০

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ❁ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ❁ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الْزَّادِ الْتَّقْوٰى ❁ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ .

সম্মানিত সুধীবৃন্দ ! আজ সফর মাসের ১৪ তারিখ, দ্বিতীয় জুমুআ। আজ আমরা ‘জীবনসফর ও তাকওয়া’ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন করীমের সূরা বাকারার ১৯৭ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الْزَّادِ الْتَّقْوٰى “তোমরা সফরে পাথেয় গ্রহণ কর। নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ পাথেয় হল, তাকওয়া।” জেনে রাখা দরকার, এই আয়াতটি অবতীর্ণ

হয়েছিল ইয়ামান দেশের হাজীদের সম্পর্কে। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায় ইয়ামান দেশের মানুষেরা মক্কায় হজ্জ করতে আসত। কিন্তু তারা এই দীর্ঘ সফরের জন্য সঙ্গে করে কোন খাদ্য-পাথেয় নিয়ে আসত না। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে বলতঃ "نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ” আমরা আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল অর্থাৎ ভরসা করি। তার ঘরের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। তিনি আমাদেরকে অবশ্যই খাওয়াবেন। তারপর যখন তারা মক্কায় পৌঁছত, তখন তারা ক্ষুধার তাড়নায় মানুষের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করত। ইসলাম ধর্মে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এভাবে ভিক্ষা করা নিষেধ। তাই তাদেরকে আদেশ করা হলঃ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى “সফরে পাথেয় অবলম্বন কর। আর মনে রেখ, জীবনসফরের সর্বশ্রেষ্ঠ পাথেয় হল, তাকওয়া বা পরহেযগারিতা।” এটাই হল, এ আয়াতের ‘শানে নুযূল’ অর্থাৎ অবতীর্ণ হওয়ার মূল কারণ।

এখানে একটি কথা জেনে রাখা দরকার, ভারত উপমহাদেশের হাদীস শাস্ত্রের জনক শাহ ওলিউল্লাহ

মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ) ‘আল ফাউযুল কাবীর’ নামক কিতাবে লিখেছেনঃ কুরআন করীমের যে সমস্ত আয়াতগুলি বিশেষ কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে, সে সমস্ত আয়াতের আদেশগুলি শুধুমাত্র ঐ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত থাকবে না। বরং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের জন্য কার্যকারী হবে। এ বিষয়ে সমস্ত উলামা, ফুকাহা ও মুফাসসিরীনে কিরামগণ একমত। অতএব কুরআনের এ আয়াতটি তাকওয়া অবলম্বনের ক্ষেত্রে সর্বকালের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

মুহতারম ভাই সকল ! এবার আমরা বর্তমান যুগ হিসেবে আমাদের বাস্তব জীবনে আয়াতটি একবার মিলিয়ে দেখি। প্রথমে আমরা একটি বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা শুনি। যখন আমরা কোন দূর সফরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিই, তখন আমাদের পিতা-মাতা এবং অভিভাবকরা সফরে আহারের জন্য খাদ্য-পাথেয় তৈরি করে সাথে দিয়ে দেন। অতঃপর বিদায়ের সময় বারবার সতর্ক করে বলে দেন যে, বেটা ! খবরদার, বাইরের কোন সন্দেহযুক্ত খাবার গ্রহণ

করবে না। তানাহলে ক্ষতি হতে পারে।

একটি বাস্তব ঘটনাঃ

কয়েকবছর আগেকার একটি বাস্তব ঘটনা। একবার এক তালিবে ইলম উত্তরপ্রদেশে ইলম অর্জনের জন্য ট্রেনে একাই সফর করছিল। ট্রেনে তার সিট ছিল আপার বার্থ, অর্থাৎ একদম উপরের সিট। ওই ছাত্রটি কোন এক স্টেশনে একজন উটকো হকারের কাছ থেকে কিছু খাবার কিনে খেয়েছিল। তারপর সেই যে ঘুমিয়ে পড়ল, আর নিচে নামল না। নিচে যারা বসেছিল, তারা মনে করল ছেলেটি ঘুমচ্ছে। অবশেষে ট্রেন যখন লাস্ট স্টেশনে পৌঁছল, তখন তাকে ডাকা হলে আর জীবনের মত সাড়া দিল না। অবশেষে ফরেনসিক তদন্তে জানা গেল যে, খাদ্যে বিষ প্রয়োগ করে তাকে মারা হয়েছে। অতঃপর তার সমস্ত সামানপত্র চুরি করে নেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের একটি উর্দু পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

যাইহোক এই জন্য খুবই সতর্কতার সাথে সফর করা উচিৎ। আর বর্তমান যুগে তো অমুসলিমদের অত্যাচারের

আশঙ্কা আরও বেশি। তাই আরও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ। অযথা কারোর সাথে তর্কে জড়ান উচিৎ নয়। মনে রাখবেন, এই সতর্কতাকে এক হিসেবে দুনিয়াবী তাকওয়া বলা যায়।

অনুরূপভাবে মনে রাখতে হবে, আমরা এই পৃথিবীতে এখন সফরের হালাতে আছি। এখানেও সতর্কতার জন্য তাকওয়া অর্থাৎ খোদাভীতি অবলম্বন করা উচিৎ। যেমন দুনিয়ার মুসাফিররা অবলম্বন করে চলে। একটি হাদীসের মধ্যে প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিটি ঈমানদারকে এমনই বিশ্বাস রেখে চলতে বলেছেন। তিনি বলেছেনঃ كُنْ فِيْ الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ "তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে থাক, যেন তুমি একজন পরদেশী অথবা পথচারী মুসাফির" হাদীসটি সহীহ বুখারীর ৬৪১৬ নম্বর হাদীস। এ হাদীস দ্বারা আমরা জানতে পারলাম যে, আমরা সকলে এই পৃথিবীতে মুসাফির।

তবে আমরা প্রথমে একটু জেনে নিই যে, আমাদের সফর কোথা থেকে স্টার্ট হয়েছিল, আর আমাদের

ডেস্‌টিনেশন অর্থাৎ গন্তব্য স্টেশন কী ? মনে রাখবেন, ঈমানদার মাত্রই আমাদের সকলকে এবিষয়টি অবশ্যই জেনে রাখা উচিৎ যে, আমরা কোথা থেকে এসেছি, আর আমাদের কোথায় যেতে হবে ? আর এখন আমরা কোন স্টেশনে অবস্থান করছি। এবিষয়টি যদি আমাদের না জানা থাকে, তাহলে আমরা আখিরাতের জীবনসফরে চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হব।

যেমন দুনিয়ার ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দিলে আমরা সহজে বুঝতে পারব। ধরুন, আপনি কোথাও সফরে যাওয়ার জন্য ট্রেনে চড়েছেন। আপনাকে কেউ জিজ্ঞেস করল, ভাই সাহেব ! আপনি কোথা থেকে এসেছেন, আর কোথায় যাবেন ? এখন আপনি যদি বলেনঃ আমি কিছুই জানি না, তাহলে প্যাসিঞ্জাররা আপনাকে বোকা ও পাগল বলবে। আর যদি সত্যিকারে আপনি আপনার গন্তব্যস্থল ভুলে যান, তাহলে তো আপনি চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়বেন। অতএব আমাদের অবশ্যই জানা উচিৎ যে, আমরা কোথা থেকে এসেছি, আর কোথায় যেতে হবে ?

সুধী বন্ধুগণ ! জেনে রাখা দরকার, আমাদের সফর স্টার্ট হয়েছিল ‘আ’লামে আরওয়াহ’ অর্থাৎ আত্মাজগত থেকে। আর আমাদের ডেসটিনেশন অর্থাৎ আসল গন্তব্যস্থল হল, জান্নাত। হ্যাঁ, তবে যদি কেউ রাস্তা ভুল করে ফেলে, তাহলে সে যাবে জাহান্নাম। আর এদু’টির মাঝখানে আমাদের ৪টি স্টেশন আছেঃ প্রথম স্টেশন মায়ের গর্ভ, দ্বিতীয় স্টেশন পৃথিবী, তৃতীয় স্টেশন কবর বা আ’লামে বারযাখ, আর চতুর্থ স্টেশন হাশরের ময়দান। এরপর গন্তব্যস্টেশন হয় জান্নাত, না হলে জাহান্নাম। এবার আমরা প্রত্যেকটি স্টেশন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শুনব।

জীবনসফরের প্রথম স্টেশন--

প্রথম স্টেশনঃ মায়ের গর্ভ। এ স্টেশনে সাধারণত ৯ থেকে ১০ মাস অবস্থান করতে হয়। এর মধ্যে প্রথম ৪ মাস দেহ গঠন প্রক্রিয়ার সময়। তারপর ৪ মাসের মাথায় আত্মাজগত থেকে আত্মাকে পাঠিয়ে ওই দেহের মধ্যে পুশ করা হয়। অতঃপর ৯, ১০ মাসের মাথায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে

দেওয়া হয়। তবে কখনও কখনও এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন কেউ কোন কারণবশতঃ ৭,৮ মাসের মাথায়ও পৃথিবীতে চলে আসে। অথবা বাচ্চার মায়ের কষ্ট হবে বলে, কিংবা ডাক্তার ইনকামের ধান্দায় বাচ্চাকে কমবয়সে সিজার করে বের করে নেই। যারফলে বাচ্চা দুর্বল হয়ে পড়ে।

আবার কখনও এমন বিরল ঘটনাও ঘটেছে যে, ১০ মাসের বেশি মায়ের গর্ভে থাকতে হয়েছে। ইমাম যাহাবী (রহ) ‘তারীখুল ইসলাম’ কিতাবারে ১১ খণ্ডের ৩১৯ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইমাম ওয়াকিদী (রহ) বলেছেনঃ ইমাম মালিক (রহ) নিজের মায়ের গর্ভে ৩৬ মাস অর্থাৎ ৩বছর ছিলেন।”

জীবনসফরের দ্বিতীয় স্টেশনঃ

এবার আসি আমরা জীবনসফরের দ্বিতীয় স্টেশনের দিকে। মনে রাখবেন, জীবনসফরের দ্বিতীয় স্টেশন হল, এই পৃথিবী। যেটা মানবজাতির মূল কর্মস্থল। এই স্টেশনে যা আমল করবে, তার কিছু ফলাফল পরের স্টেশনগুলিতেও ভোগ করতে হবে। আর পূর্ণাঙ্গ ফলাফল

তো গন্তব্যস্টেশন অর্থাৎ জান্নাত কিংবা জাহান্নামে গিয়ে ভোগ করতে হবে।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ ! বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, এই পৃথিবী হল, আখিরাতের জীবনসফরের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। এ স্টেশনে মহান রব্বুল আলামীন ঈমান-কুফর, হারাম-হালাল, পাক-নাপাক, নেকআমল ও বদআমল, মোটকথা উভয় প্রকারের বস্তু পরীক্ষার জন্য দিয়ে রেখেছেন। তাই খুব সাবধান ! ধোঁকা খেলে হবে না।

সেজন্য মহান রব্বুল আলামীন আমাদেরকে আগে থেকে বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন যে, হে আমার বান্দারা! খবরদার, তোমরা কখনও হারাম ও হারামের সন্দেহজনক বস্তুর ধারে পাশে যাবে না। তানাহলে গন্তব্যস্টেশন অর্থাৎ জান্নাতে পৌঁছতে পারবে না। আর বিশেষ করে জেনে রেখ, এই সফরের সর্বোত্তম পাথেয় হল, তাকওয়া ও পরহেযগারিতা। এই তাকওয়াকে সর্বদা সঙ্গী-সাথি বানিয়ে রাখবে। যার মাধ্যমে তোমরা যাবতীয় গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে।

সুধী ভাই সকল ! আমরা সবেমাত্র জীবন সফরের দু’টি স্টেশনের আলোচনা শুনলাম। এখনও আরও দু’টি স্টেশনের আলোচনা বাকি আছে। তবে তার আগে এখানে তাকওয়া সম্পর্কে আমরা দু’টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানবঃ (১) তাকওয়া কাকে বলে ? (২) তাকওয়ার ফযীলত সম্পর্কে একটি বাস্তব ঘটনা।

তাকওয়া কাকে বলে ?

তাকওয়া কাকে বলে ? এ বিষয়ে আমরা একটি ঘটনা শুনি। ইমাম বাইহাকী (রহ) ‘আয্ যুহদুল কবীর’ নামক কিতাবে ৯৭৩ নম্বর হাদীসে বিশুদ্ধ সূত্রে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বললেনঃ এক ব্যক্তি আবূ হুরাইরাহ (রযি) কে জিজ্ঞেস করলেন, তাকওয়া কাকে বলে ? তিনি বললেনঃ তুমি কি কখনও কাঁটাবিশিষ্ট রাস্তায় চলেছ ? লোকটি বললঃ হ্যাঁ। আবূ হুরাইরাহ (রযি) আবার জিজ্ঞেস করলেন, ওই রাস্তায় কেমনভাবে চল ? লোকটি বললঃ যখন দেখি সামনে কাঁটা আছে, তখন খুব সাবধানে পা রেখে চলি। একটি পা ফেলি তো আরেকটি পা উঁচু করি।

যাতে করে কাঁটা পায়ে না ফোটে। হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) বললেনঃ এরই নাম তাকওয়া।”

তাকওয়ার ফযীলত ও ঘটনাঃ

তাকওয়ার ফযীলত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কুরআন করীমের সূরা তালাকের ২,৩ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۞ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ

“যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে (অর্থাৎ তাকওয়া অবলম্বন করবে) আল্লাহ তার জন্য কোন উপায় বের করে দিবেন। আর তার জন্য এমনভাবে রুযীর ব্যবস্থা করে দিবেন যে, সে ধারণাই করতে পারবে না।”

মনে রাখবেন, আমরা কখনও কখনও মুখ দিয়ে এমন কথা বলে ফেলি যে, বেশি তাকওয়া দেখালে কিছুই মিলবে না। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলছেনঃ তাকওয়া অবলম্বন করলে আমি তাকে এমনভাবে দান করব যে, সে ধারনাই করতে পারবে না। এ সম্পর্কে একটি আশ্চর্য ঘটনা শুনুন।

জামে আয্হারের একটি ছাত্রের আশ্চর্য ঘটনাঃ

আজ থেকে প্রায় ২০ বছর আগে মিশরের ‘আল-

আহ্‌রাম’ নামে দৈনিক আরবী পত্রিকায় একটি আশ্চর্য ঘটনা ছাপা হয়েছিল। মিশরের ‘জামে আযহার’ বিশ্ববিদ্যালয়ে সিরিয়ার একটি গরিব মেধাবী ছাত্র পড়াশুনো করত। ছাত্রটি খুবই সৎ ও আদর্শবান ছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে একদিন অত্যন্ত ক্ষুধার তাড়নায় ছাত্রটি মাদরাসা থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল। শহরের মধ্যে এদিকে ওদিকে ঘুরতে লাগল, কিছু খাবারের ব্যবস্থা হয় কিনা। আবার কাছে কোন পয়সা-কড়িও ছিল না যে, হোটেল থেকে কিছু কিনে খাবে। ভিক্ষা করাও তার স্বভাব ছিল না যে, কারোর কাছে কিছু চাইবে। আল্লাহর নেক বান্দা মাদরাসার ছাত্রদের জীবন এরকমই হয়ে থাকে। তারা ইলমে দ্বীনের জন্য বহু ত্যাগ ও কুরবানী দিয়ে থাকে।

যাইহোক এভাবে ক্ষুধার তাড়নায় ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যাবেলায় শহরে একটি বাড়ি নজরে পড়ল। যে বাড়ির রান্না ঘরের দরজা খোলা আছে। সেখান থেকে সুস্বাদু খাদ্যের ঘ্রাণ আসছে। প্রচণ্ড ক্ষুধা সহ্য না করতে পেরে ওই বাড়ির রান্না ঘরে চুপিচুপি ঢুকে পড়ল। দেখল, বিভিন্ন

রকম সুস্বাদু খানা প্রস্তুত আছে। মনে হচ্ছে যেন ওই বাড়িতে আজকে কোন অনুষ্ঠান আছে। ওদিকে বাড়ি ওয়ালারা অন্য কাজে ব্যস্ত আছেন। ছাত্রটি যেই খেতে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর ভয় অন্তরে জেগে উঠল। সে ভাবল, এটা অন্যায় ও মহাপাপ হবে। তাই সে না খেয়ে উল্ট পায়ে মাদরাসায় এসে ঘুমিয়ে পড়ল। ওই মেধাবী ছাত্রটাকে জামে আযহারের সমস্ত উস্তাদগণ ভালবাসতেন।

এরপর হল কি, রাত দশটার সময় একজন শহরি ব্যক্তি জামে আযহারের প্রিন্সিপালের কাছে আসলেন। এসে বললেনঃ হযরত আমার কন্যার বিয়ে আজ হওয়ার কথা ছিল। আমি বিয়ের জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ পাত্রপক্ষ এ বিয়েতে অমত প্রকাশ করল। আমি ভেবে পাচ্ছি না। এখন কি করব বলুন ? আমি আপনার কাছে অত্যন্ত অনুনয় বিনয় করে বলছিঃ আপনি কোন একটি ভাল ছাত্রের সঙ্গে আমার মেয়েকে আজ এখুনি বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন। ছেলেটি ধনী পরিবারের না হলেও চলবে। তবে যেন সৎ ও আদর্শবান

হয়।

প্রিন্সিপাল বললেনঃ ঠিক আছে, আমরা চেষ্টা করব। প্রিন্সিপাল ভাবতে ভাবতে ওই ছেলেটির কথা মনে করলেন। অতঃপর তাকে ডেকে সব কিছু বোঝালেন। অবশেষে ছেলেটি রাযী হয়ে গেল। মেয়ের পিতা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বাড়িতে পৌঁছে গেলেন।

এরপর তার সাথিরা তাকে দুলহার সাজে সাজিয়ে সেই রাত ১২টার সময় যখন বিয়ে বাড়িতে নিয়ে গেল, তখন সে দেখল এ তো সেই বাড়ি যে বাড়ি সন্ধ্যাবেলা চুরি করে খেতে এসেছিল। কিন্তু তাকওয়া অর্থাৎ আল্লাহর ভয়ে কিছুই খায়নি। তার মনে মনে খুব লজ্জা লাগল এবং আল্লাহর কাছে কাঁদতে কাঁদতে এই দুআ করতে লাগল, ওগো আল্লাহ ! তুমি আমাকে সেই বাড়িতেই, আর সেই খানাই খেতে হাযির করলে। যে খানা আমি তোমার ভয়ে খাইনি। তাও আবার জামাই বানিয়ে হাযির করলে। তোমার কি আজব লিলা খেলা। তুমি কতবড়ই না মেহেরবান।

যাইহোক বিয়ের কাজ যখন সম্পূর্ণ হল, তারপর দুলহা

এবং দুলহান একান্তে একসাথে বসে খেতে বসল, তখন ছেলেটি ওই সমস্ত রাজকীয় সুস্বাদু খানার দিকে অনেক্ষণ ধরে তাকিয়ে ভাবতে রইল। নবদুলহান স্ত্রী আদরভরা কণ্ঠে বললঃ কি হল, খাও ? তখন ছেলেটি বললঃ আমি হাসব না কাঁদব, কিছু ভেবে পাচ্ছি না। তারপর সমস্ত ঘটনা স্ত্রীকে শোনাল। এ জন্যেই কুরআন করীমে মহান রব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেনঃ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا “যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য তাকওয়া ইখতিয়ার করে, আল্লাহ তার জন্য এমন উপায় বের করে দিবেন যে, সে ধারণা করে কুল পাবে না।”

সুধী বন্ধুগণ ! আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এই পৃথিবীতে তাকওয়া অবলম্বন করার তাওফীক দান করুন। যাতে করে আমরা আমাদের জীবনসফরের পরের স্টেশনগুলি ভালোভাবে পার করতে পারি।

জীবনসফরের তৃতীয় স্টেশনঃ

জীবন সফরের তৃতীয় স্টেশন হল, আ’লামে বারযাখ অর্থাৎ কবর। সেখানকার জীবন সুখময় তখন হবে, যখন

দ্বিতীয় স্টেশন অর্থাৎ পৃথিবী থেকে কিছু নেকআমল নিয়ে যাবে। এ স্টেশনে কতদিন থাকতে হবে তা কেউ জানে না। কেননা কিয়ামতের দিন এই কবর থেকে বের হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ "আর যখন কবর উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।" অর্থাৎ কিয়ামতের সময় কবর থেকে উঠবে। আর কিয়ামত কবে হবে তা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

জীবনসফরের চতুর্থ স্টেশনঃ

কবরের পরের স্টেশন হবে হাশরের মাঠ। এ স্টেশনে কতদিন অবস্থান করতে হবে ? এ সম্পর্কে একটি আয়াত লক্ষ্য করুনঃ সূরা মাআ'রিজের ৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ

"ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহর দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।" এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরের কিতাবগুলিতে লেখা আছে, হাশরের দিনের পরিমাণ হল, ৫০ হাজার বছর।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এতদিন ঈমানদাররা কি করে দাঁড়িয়ে থাকবে ? এর জবাব হল, এটা কাফিরদের জন্য। আর মু’মিন বান্দাদের জন্য মুসনাদে আহমাদের ১১৭৩৫ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, ইয়া রসূলাল্লাহ ! পঞ্চাশ হাজার বছর কতই না লম্বা সময় হবে। তখন মু’মিনীনদের কী অবস্থা হবে ? নবীজি এর উত্তরে বললেনঃ আল্লাহর কসম খেয়ে বলছিঃ মু’মিন বান্দাদের উপর ওই দিনটি খুবই হালকা করে দেওয়া হবে। যেমন কিনা দুনিয়াতে একটি ফরয নামায পড়তে সময় লাগে, ততটা সময় লাগবে ঈমানদারদের ফয়সালা শোনাতে।” তারপর গন্তব্য স্টেশন জান্নাতে চলে যাবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের ঈমান ও তাকওয়ার হালাতে মৃত্যু দান করুন, আমীন। وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল